



## রংপুরে রহস্যময় রোগ, গবাদি পশু থেকে মানুষের মধ্যে সংক্রমণ, ২০০ এর বেশি আক্রান্ত



সংগৃহীত ছবি

রংপুরের পীরগাছা উপজেলায় একটি রহস্যময় রোগের প্রাদুর্ভাব দেখা দিয়েছে, যা গবাদি পশু থেকে মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ছে। এই রোগে এখন পর্যন্ত ২০০ জনেরও বেশি মানুষ আক্রান্ত হয়েছেন, যা এলাকাজুড়ে ব্যাপক আতঙ্ক তৈরি করেছে।

স্থানীয়দের তথ্য অনুযায়ী, রোগটির সূত্রপাত হয় গবাদি পশুর অসুস্থতা ও মৃত্যুর মাধ্যমে। এরপর যারা অসুস্থ পশুর সংস্পর্শে এসেছেন বা তাদের মাংস প্রক্রিয়াজাত করেছেন, তারা একই ধরনের উপসর্গে আক্রান্ত হচ্ছেন। স্থানীয় স্বাস্থ্যকর্মীরা বলেন, এই রোগের লক্ষণগুলো অ্যানথ্রাক্সের মতো, যা একটি গুরুতর ব্যাকটেরিয়া সংক্রমণ এবং সাধারণত পশু থেকে মানুষের মধ্যে ছড়ায়।

### উপসর্গ ও দুর্ভোগ:

আক্রান্তদের শরীরে প্রথমে ফুসকুড়ি দেখা দেয়, যা পরে বড় ক্ষতে পরিণত হয় এবং পচন ধরে। অনন্তরাম গ্রামের সাবিনা আক্তার জানান, তার গরু ও ছাগল অসুস্থ হয়ে মারা যাওয়ার পর তাদের সেবা করতে গিয়ে তার হাতে ফুসকুড়ি ওঠে এবং তা যন্ত্রণাদায়ক ঘায়ে পরিণত হয়। প্রায় ছয় সপ্তাহ ধরে এই রোগ চলছে এবং অনেক গবাদি পশু ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই মারা যাচ্ছে। এ অবস্থায়, কৃষকরা অসুস্থ পশু কম দামে বিক্রি করে দিচ্ছেন, যা সংক্রমণ আরও ছড়িয়ে দিচ্ছে।

### স্বাস্থ্য ও প্রাণিসম্পদ বিভাগের নিষ্ক্রিয়তা:

স্থানীয়দের অভিযোগ, এই রোগ ছড়িয়ে পড়া সত্ত্বেও স্বাস্থ্য বিভাগ এবং প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর কোনো দৃশ্যমান পদক্ষেপ নেয়নি। রংপুরের সিভিল সার্জন ডাঃ শাহিন সুলতানা এই প্রাদুর্ভাব সম্পর্কে অবগত নন বলে জানিয়েছেন। তিনি বলেন, "যদি এমন ঘটনা ঘটে থাকে, তবে প্রথমে প্রাণিসম্পদ বিভাগের পদক্ষেপ নেওয়া উচিত। আমাদের মাঠকর্মীরা প্রতিবেদন দিলে আমরা একটি মেডিকেল টিম গঠন করব।"

অন্যদিকে, জেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা ডাঃ মো. আবু সাঈদ এই অভিযোগ অস্বীকার করে বলেন, এই অসুস্থতা বংশগত। তিনি বলেন, "স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের উচিত ছিল আগে এটি শনাক্ত করে কর্তৃপক্ষকে জানানো। আমাদের জরুরি কাজ হলো বৈজ্ঞানিকভাবে এর কারণ নিশ্চিত করা।"

### মহামারীর ঝুঁকি:

জনস্বাস্থ্য অধিকার আন্দোলনের সভাপতি বেলাল হোসেন এ বিষয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করে বলেন, "যদি এটি সত্যিই অ্যানথ্রাক্স হয় এবং দ্রুত নিয়ন্ত্রণ করা না যায়, তবে এটি মহামারী আকারে সারা দেশে ছড়িয়ে পড়তে পারে।" রংপুরের জেলা প্রশাসক রবিউল ফয়সাল জানান, তিনি পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণের জন্য স্বাস্থ্য কর্তৃপক্ষ ও উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তাকে নির্দেশনা দিয়েছেন।

পীরগাছা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের মেডিকেল অফিসার ডাঃ আখি সরকার জানান, প্রতিদিন পাঁচ থেকে সাতজন নতুন রোগী একই উপসর্গ নিয়ে আসছেন এবং অনেক সময় পুরো পরিবার আক্রান্ত হচ্ছে। তবে এখনও কোনো গণসচেতনতামূলক প্রচারণা, মেডিকেল টিম বা টিকাদান কর্মসূচি শুরু হয়নি বলে তিনি উল্লেখ করেন।